বাংলা হাসির গান ও প্যারডি

স্বপন সোম

‘উঠেছে হাসি ভসভসিয়ে সোডার মতন পেট থেকে’। হ্যাঁ হাসি মানুষের এক স্বাভাবিক প্রতিত্রিয়া। মনের সুখ, আনন্দ, কৌতুক, আমোদ এমনকি দুঃখ ও অনেক সময় মানুষ হাসির মাধ্যমে প্রকাশ করে। সে হাসি বিভিন্ন ধরনের । বিভিন্ন স্তরের হাসির রকমফের বোঝানোর একটা চেষ্টা হয়ে থাকে ব্যঙ্গ, রঙ্গ, তামাশা, ঠাট্টা, বিদ্রূপ, পরিহাস, রসিকতা, ভাঁড়ামি-- এমনতর সব নামের মধ্য দিয়ে ।

নানা কারনে মানুষের হাসির উদ্রেক হয় । অন্যের দুর্দশা দেখে বা তাকে নাজেহাল হতে দেখে নিজের উৎকর্ষের কথা ভেবে আত্মপ্রসাদে মানুষ হাসে । ছোট খাট অসংগতি দেখলে হাসি আসে। তবে তেমন তেমন অসংগতি আবার দুঃখবে াধেরও কারন হয় ।এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথা স্মর্তব্য ঃ..‘ ...অসংগতি যখন আমাদের মনের অনতি গভীর স্তরে আঘাত করে তখনই আমাদের কৌতুকবোধ হয়, গভীরতর স্তরে আঘাত করিলে দুঃখবোধ হয়।’ আমাদের চেনা অভ্যস্ত গম্ভীর ব াইরে যা কিছু অস্বাভাবিকতা যা খুব পীড়াদায়ক নয়, হাসি আনে। যেমন ট্যারা লোক দেখে বা তোতলার তোতলামি শুনে হাসি আসতেই পারে ।এই ভাবে দেখা যাবে হাসির কার্যকারন এবং উপকরনও যথেষ্ট। সুর্দীর্ঘকাল ধরেই হাসির বহুবিধ উপকরনে সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলা সাহিত্য। তৈরি হয়েছে বাংলা হাসির গানও। আমাদের বর্তমান আলোচ্য বাংলা হাসির গ ান আর তারই একটি দিক ‘প্যারডি ’।

হাসির গানের একটা বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে ‘প্যারডি ’। বিখ্যাত প্যারডি রচয়িতা সতীশচন্দ্র ঘটক বাংলায় এর নাম দিয়েছিলেন ‘লালিকা ’। কেউ কেউ আবার একে ‘পাল্টাগান ’, ‘ব্যঙ্গানুকৃতি’, ‘অনুকারি ব্যঙ্গকবিতা ’-- ইত্যাকার নামে ভূষিত করেছেন । তবে কোনওটিই তেমন প্রচলিত নয় । আর প্যারডি -র আমেজ ও যে এতে সম্যক ভাবে উপলব্ধ ও প্রকা শিত হয়েছে এমন নয়। কবিতা বা গানের একটা নিদিষ্ট চিত্র পাওয়া যায় ।Parody ….. a comic parallel ,an imitation of the form or style of a serious writing in matter of a meaner kind so as to produce a ludicrous effect, Encyclopaedia Britannica অর্থাৎ মূল কবিতা বা গানের ছন্দ , ছাঁদ - আঙ্গিক অক্ষুন্ন রেখে ভ াবটিকে কৌতুককর করে তোলাই ‘প্যারডি’ । দক্ষ প্যারডি কার কবি কালিদাস রায়ের ভাষায়--ভাষার ঈষৎ পরিবর্তন সাধন করিয়া ছন্দ , সুর ও ধবনি অক্ষুন্নরাখিয়া শব্দ সমুচচয়কে কেমন করিয়া ridiculous করিয়া তোলা যায় , সেই কল াকৌশল দেখাইবার জন্য প্যারডি । ’ এই কলাকৌশল ঠিক ভাবে দেখানো, মানে সার্থক একটা প্যারডি রচনায় চিন্তা ভ াবনা ও একটা মৌলিকতা ও অভিনবত্ব থাকা দরকার। প্রয়োজন তাঁর কবিত্বশক্তি র এবং অবশ্যই ছন্দজ্ঞানের । কেননা রবীন্দ্র নাথের কথায় ‘.... ছন্দের শৈথিল্যে হাস্যরসের নিবিড়তা নষ্ট করে । কারন হাস্যরসের প্রধান দুটি উপাদান ---অব াধ দ্রুতবেগ এবং অভাবনীয়তা । যদি পড়িতে গিয়া ছন্দে বাধা পাইয়া যতি স্থাপন সম্বন্ধে দুই তিন রকম পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয় তবে সেই চেষ্টার মধ্যে হাস্যরসের তীক্ষতা আপন ধার নষ্ট করিয়া ফেলে ’। প্যারডি -তে রঙ্গ ও ব্যঙ্গ দুই রয়েছে । তবে দেখা দরকার ব্যঙ্গ ব্যক্তিগত স্তরে প্রকট না হয় যাতে প্যারডি -র সৌন্দর্য নষ্ট হয় । প্যারডি তে সাধারন ভ াবে লঘুভাবেরই অবতারনা , আবার আপাত লঘুতার মধ্য দিয়ে গুতর কোন বিষয় ফুটিয়ে তোলা ও একেবারে অসম্ভব

নয় ।

বাংলা গানের বহুমুখী নতায় হাসির গান স্বতন্ত্র ও অনন্য এক ধারা । সুদুর অতীত থেকেই হাসির নানা উপকরনে তথা হ াস্যরসে অভিষিত্ত হয়েছে বাংলা গান । সবসময় যে নির্দোষ আমোদ বা নির্মল হাসির গান তৈরি হয়েছে তা নয় , নি ম্নস্তরের স্থুল চির গান ও সহজলভ্য। প্রকৃত পক্ষে তা রচনা কারের রসবোধ , দৃষ্টিভঙ্গী, তদুপরি সৃষ্টিক্ষমতানির্ভর ।

বাংলা গানের আদিপর্বের একস্রষ্টা কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের গান বললেই ভক্তি ভাবের গানের কথা মনে পড়ে। হাস্যরসের পরিচয় তাঁর গানে সত্যিই সামান্য । তবে তারঁ সমসাময়িক ও একই গ্রামের বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী আজু গোঁসাই (প্রকৃত নাম অজ্ঞাত) নিজেকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতেন এবং অনেক সময়ই রামপ্রসাদের রচনা কে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে গান বাঁধতেন । অ াসলে একটা উত্তর - প্রত্যুত্তরের ব্যাপার ছিল । রামপ্রসাদ যদি লেখেন ঃ এ সংসার ধোঁকার টাটি। ও ভাই আনন্দ বাজ ারে লুটি ' তো আজু গান বাঁধেন ঃ এ সংসারে রসে কুটি । হেথা খাই দাই আর মজা লুটি ।' রামপ্রসাদ যদি বলেন ঃ'ডুব দে রে মন কালী বলে । হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে আজু উওর দেন - ' ডুবিস নে মন ঘড়ি ঘড়ি । দম আটকে যাবে তাড় াতাড়ি ।' দু একবার রামপ্রসাদও উওর দিয়েছেন । তান্ত্রিক রামপ্রসাদের মদ্যপান নিয়ে আজুর কটাক্ষ করে লেখা --- ও তুই মদের ঝোঁকে কোত্তে পারিস মাঝগাঙেতে ভরাডুবি '--র জবাবে রামপ্রসাদ লেখেন সেই সুখ্যাত গান ঃ 'সুরাপান করি না আমি । সুধা খাই জয় কালী বলে '। উপরোত্ত , 'এ সংসার রসের কুটি -কে এসংসারধোঁকার টাটি-র প্যারডি হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। হয়ত সচেতনভাবে চেষ্টা করেন নি আজু । তবে ইতিহাস গত বিচারে এই প্রথম প্যারডি - প্রয়াস ।

উনিশ শতকে কবিয়ালদের খেউড়যুক্ত হাফ -আখড়াই গানে , কবিগানে হাস্যরসের সন্ধান কিছুটা মেলে । কবিগানে দুজন কবি পারস্পরিক বাক যুদ্ধে দুজন দুজনকে জব্দ করার চেষ্টা করতেন । কবিদের নিজেদের মধ্যে ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক এইসব চাপ ান -উতোরের গান বেশির ভাগই মোটাদাগের । অবশ্য যথেষ্ট উপস্থিত বুদ্ধির দরকার এতে ছিল । হাস্যকর ও উপস্থিতবুদ্ধিজাত কবিগানের একটি নমুনা পেশ করা যেতে পারে । কবিওয়ালা ঠাকুরদাস সিংহ একবার এন্টনি ফিরিঙ্গি কে বলেন ঃ''শোনো হে এন্টনি , আমি একটি কথা জানতে চাই ।এসে এদেশে এদেশে তোমার গায়ে কেন কুর্তি নাই ? এন্টনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করলেন ঃ এসে বাঙ্গালায় বাঙ্গালির বেশে আনন্দে আছি , হয়ে ঠাকরে সিং এর বাপের জামাই কূর্তি টুপি ছেড়েছি । অন্যান্য কবিয়ালদের মধ্যে উল্লেখ্য রাম বসু , ভোলা ময়রা প্রমুখ । রূপচাদ পক্ষীর গানে হাস্যরস ছিল । তার কোনো কোনো গানে বাংলার পাশাপাশি ইংরেজি শব্দের ব্যবহার কৌতুককে আরও ঘন করেছে । যেমন - Let me go ওরে দ্বারী, I visit to বংশীধারী।

উনিশ শতকে কিছু লৌকিক গানেও রঙ্গ - রসিকতার আভাস পাওয়া যায় তা অবশ্য মোটা দাগের । যেমন ---গ্রাম্য কবি 'নাড়া' রামানন্দের তামাকু সম্পর্কিত গান ঃ 'মা মৈলে যেন গুড়াকু তামাকু পাই। (ধুয়া) উঠি অতি নিশিভোরে হুকাটি লইয়া করে, গোয়ালি দুয়ারে দুয়ারে উকুট্যা বেড়াই ছাই।'

হাস্যরসেরস্রষ্টা হিসাবে বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। তিনি মূলত কবি। গান কমই। তাঁর বে াধেন্দুবিকাশ নাটকে একটি গান আছে যাতে হাস্যরসের ছোঁয়া কিছুটা মেলে - 'দিনদুপুরে চাঁদ উঠেছে , রাৎ পোয়ানো ভ ার , হলো পূর্ণিমেতেঅমাবস্যা , তেরোপহর অন্ধকার । এসে বেন্দাবনে বলে গেল বামী বোষ্টমী, একাদশীর দিনে হবে জন্মঅষ্টমী ।... 'কথা নিয়ে কৌতুককের খেলা যে ঈশ্বরচন্দ্রের বিশেষ পছন্দ ছিল এবং এতে যে তিনি বিশেষ দক্ষ ছিলেন ত ার প্রমান উপরোত্ত গানটি। নাটকটি অবশ্য ঈশ্বর গুপ্তের মৌলিক রচনা নয় । এটি সংস্কৃত 'প্রবোধচন্দ্রোদয় ' এর রূপান্তর ।

উনবিংশ শতকে বেশ কিছু হাসির গান আমরা পেয়ে যাই , বাংলা নাটকের সূত্রে। সমাজ , পারিপার্শ্বিক অবস্থা এসব নিয়ে নানা ব্যঙ্গ নাটক , প্রহসন রচিত হয়েছে এবং তা অভিনীতও হয়েছে মঞ্চে । এসব নাটকে স্বাভাবিক ভাবেই কিছু রঙ্গব্যঙ্গের

গান স্থান পেয়েছে তার মধ্যে কয়েকটি গানে আপাতকৌতুকের আড়ালে শিক্ষামূলক কথাও মানুষকে পৌঁছে দিতে চাওয়া হয়েছে ।আবার কিছু সিরিয়াস নাটকের মধ্যেও 'রিলিফ' হিসাবে এসেছে হাসির গান , উনবিংশ শতক থেকে বিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত নাটকে হাসির গানের একটা ধারা সজীব ছিল। তারপর , অনেকটাই বিছিন্ন ভাবে গানের ব্যবহার দেখা যায়।

বাংলা নাটকে হাস্যরস যুক্ত গানের প্রয়োগ সম্পর্কে বলতে গেলে, এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী নাম হয় দীনবন্ধু মিত্রের (১৮৩০-১৮৭৩)'জামাই বারিক' প্রহসনের। মধূসুদন- পরবর্তী নাট্যকার দীনবন্ধু হাস্যরসাত্মক নাটক প্রহসন রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন তার সুতীক্ষ্নবাস্তবতাবোধেও সৃজন শীল ক্ষমতায় নাটক -প্রহসনের চরিত্র, ঘটনা, সংলাপ সবই যেন জীবন্ত । 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' সধবার একাদশী', প্রভৃতি প্রহসনের চরিত্র মধ্যে জামাই বারিক' এ দেখা মিলল কৌতুকগানের। বড় লোকের বাড়িতে ঘরজামাই রাখার প্রথাকেলক্ষ্য করে লেখা এই প্রহসনে বিবৃত হয়েছে এক ধনী ব্যক্তির কয়েকজন ঘর জ ামাইয়ের কথা ও তাদের মধ্যে একজনের সেখান থেকেপবিত্রাণের কাহিনী। একটি গানের কিয়দংশ উল্লেখ করা যাক ঃ 'ওরে কদুকুমড়ো রাকলে ফেলে, তুশ্চু নেরেলব্যাল, আজগুবি দুনিয়ার খেলা সর্ষের মধ্যি ত্যাল। মানিক পীর মুসলমানের মোল্লা রে ভাই হাঁদুর মধ্যি সাধু, কদুকুমড়ো ছেড়ে দিয়ে আকির মধ্যি মধু ।মানিকপীর ....'।

রবীন্দ্র- অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৮-১৯২৫) এক বিস্ময়কর প্রতিভা । শিল্প সংস্কৃতির বিবিধ শাখায় যাঁর অবাধ গতায়াত। মৌলিক নাটক রচনা, নাট্য - অনুবাদ, সংগীত সৃষ্টিতে কিংবা চিত্রাঙ্কনে তাঁর নৈপুন্য অসামান্য । অথচ তিনি ততটা পাননি প্রাপ্য স্বীকৃতি-- সম্মান। হয়নি তেমন কোনও মূল্যায়ন। ছোটবেলার থেকেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আগ্রহ ছিল অভিনয়ে নাটকে গানে আর তা উৎসাহও পেয়েছিল ঠাকুর পরিবারে। একবার কথা হল তাদের মধ্যে Extravaganza নাটক নেই। তা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ভার নিলেন
তেমন নাটক লেখার ।পুরানো 'সংবাদ প্রভাকর' থেকে কতকগুলো মজার কবিতা জোড়া দিয়ে তাতে সুর বসিয়ে একটা হেঁয়ালিনাট্য খাড়া করলেন । তার একটি গান --ও কথা আর ব'লো না আর ব'লো না, বলছো বধুঁ কিসের ঝোঁকে -- ও বড় হাসির কথা হাসির কথা হাসবে লোকে, হাসবে লোকে । হাঃ হাঃ হাঃ --হাসবে লোকে '। কবিতাটি অবশ্য ঈশ্বর গুপ্তের , কেবল শেষ পংক্তিটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জুড়ে দিয়েছিলেন। এতে আরকিছু নয়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সুমিত রসবে াধের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। অক্ষয় চৌধুরীর রচনাব্যবহার করেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ উর্বশীর মান ভাঙানো নিয়ে লেখা 'মানময়ী ' গীতিনাটিকায় ঃ' শুনলেম নাকি নিদাণ মানে --সুরটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরই । তঁ ার নিজস্ব হাসির গানও রয়েছে । তাঁর মধ্যে অবশ্য উল্লেখ্য হেঁয়ালিনাট্যের সে প্রেম কোথা রে এখন '। গানটি সাম্প্রতিক অতীতে রেকর্ডে গেয়েছেন অশোকত বন্দ্যোপাধ্যায় । জ্যোতিরিন্দ্রনাথ চমৎকার একটি প্যারডি ও লিখেছিলেন গোপাল উড়ের 'বিদ্য াসুন্দর ' এর একটি গানের --গা তোলরে নিশি অবসান প্রাণ, বাঁশবনে ডাকে কাক , মালি কাটে পুঁই শাক , গাধার পিঠে কাপড় নিয়ে রজক যায় বাগান। ধুতুরা ভ্যাবেণ্ডা আদি ফুটে ফুল নান জাতি , স্কাভেঞ্জারের গাড়ি নিয়ে যায় গাড়োয়ান। যিনি কখনই সত্য কথা বলেন না তেমন একজন কে নিয়ে লেখা অলীকবাবুর এই গানটি ললিত রাগে ও আড়াঠেকা তালে নিবদ্ধ । এই রকমারি ভারি সুর তাল তখন অনায়াসে হাসির গান ব্যবহৃত হত ।

নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২) জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চেয়ে বয়সে একটু বড় হলে ও সাহিত্যেজগতে এসেছিলেন পরে । আবাল্য যাত্রা থিয়েটারে প্রতি গিরিশচন্দ্রের দান ঝোঁক ছিল । আর প্রথম যৌবন থেকেই সখের যাত্রা - থিয়েটার দলের সঙ্গে সংযুক্তি তার প্রতিভা বিকাশের সহায়ক হয়েছিল । রঙ্গ ব্যঙ্গ নাটকের তুলনায় তার সামাজিক পৌরা নিক নাটকগুলিই বেশি জনপ্রিয় । রঙ্গব্যঙ্গের নাটক প্রহসনের মধ্যে পরিচিতি পেয়েছিল মলিয়ের এর L Amour M'eacein নির্ভর প্রহসন 'য্যায়সা ক্যা ত্যায়সা ',
বেল্লিক বাজার, 'সপ্তমীতে বিসর্জন কিংবা গীতি নাট্য আবু হোসেন। দু-একটি হাসির গানের দৃষ্টান্ত ঃ জয় জয় পলিটিকো ড্রেস এতদিন হয়েছে বাঙালির রেস । খেলছে ক্রিকেট , খেলছে বিলিয়ার্ড, ঘিয়ের বদলে পেলে হগস লার্ড, কি ভয় ধরে র

াখরে সব দেশ , দেখছ না মিলেছে হররঙ্গা ফেস , ইন্ডিপেন্ডেন্ট সব , নাই সেমের লেস ' (বেল্লিক বাজারে) কিংবা 'মাথার কিরে, নাগর না যায় ফিরে , ওলো রাখিস ধরে '.... (আবু হোসেন) । 'আবু হোসেন ' এর আবু যখন দুঃখ পেয়ে মাকে বলেছে --আমার সরল প্রাণের ব্যথা লেগেছে মা বুঝেছি শিখেছি ঠেকে আমার শোনার স্বপন ভেঙে গেছে '---তখন মা যেভাবে বলেন তুই উদোমাদা , তোর প্রাণ সাদা, ঘুচল ধাঁদা ,দেখলি তো কেউ চাইলো না মূলে '----এখানে শব্দ ব্যবহ ার কিছুটা কৌতুকাবহ।

নট ও নাট্যকার অমৃতলাল বসুর (১৮৫৩-১৯২৯) নাটক প্রধানত রঙ্গ ও ব্যঙ্গ নির্ভর। সঙের গান লিখে হাত পাকানো অমৃতলালের বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য হাসির গান ও প্যারডি রয়েছে যার প্রেরণাস্থল ছিল তার এক পিতৃব্য। তাছাড়া ন াট্যরচনায় অভিনয়ে তাঁকে উৎসাহ জুগিয়েছিলেন গিরিশচন্দ্র । তবে এও বলতে হয় তাঁর রঙ্গ রসিকতাগুলি কিছুটা মোটা দাগের । তাজ্জব ব্যাপার '--নাটকে রামপ্রসাদী মনরে কৃষিকাজ জান নার' প্যারডি করলেন -- মা ফাটকে আটক রব না । আপন করে যতন করে খুলে দেছ ডানা '। তার 'খাসদখল 'নাটকের আমি যেন ছবিটি , ললিতলবঙ্গ লতা কবিটি র কথায় সুরের ঝোঁকে হাসি আসবেই । 'ব্যাপিকা বিদায় ' এর 'আও মেরি চমচম' ও উল্লেখযোগ্য । তাছাড়া তাঁর 'যাদুকরী', গ্র াম্য বিভ্রাট', 'অবতার ' প্রভৃতি নাটকে অনেক হাসির গান ছিল ।

নট অমরেন্দ্র দত্তের (১৮৭৬-১৯১৬), ছেড়ে কলকাতা বন হব পগার পার, পুঁজিপাটা চুলোয় গেল মুখ ফেরানো হল ভ ার '(থিয়েটার) কিংবা 'ওলো ও রাঙা বৌ, তোরা কি কে উ খবর পড়িস লো , মন্দ আর ভালো লোকের কেচ্ছা দেখিস লো ' (মজা) এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আমার কিন্তু মরতে মোটেও ইচ্ছে নেইকো ভাই (হিন্দুবীর) হাসির গান হিসাবে মন্দ নয় । বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্তের'মিশরকুমারি ' সিরিয়াস নাটক, সেখানে কাকাতুয়া চরিত্রের প্রথম দিকে গ ানগুলি আপাতকৌতুকের, রিলিফ হিসাবে কাজ করে। যথা --'কালো পাখিটা আমারে কেন করে এত জ্বালাতন '।

উনিশ শতকের শেষে ও বিংশ শতকের গোড়ার দিকে হাসির গানে চৌদিকে সাড়া জাগিয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্র লাল রায় (১৮৬৩-
১৯১৩)। তাঁর প্রতিভা মৌলিকতা সততই বিকশিত হয়েছিল এই হাসির গানে । আর শুধু রচনাকারই নন , হাসির গ ানের এক অনবদ্যসংগীতশিল্পীও তিনি। তাঁর গান ও গায়নে আপামর মুগ্ধ । সভাসমিতিতে গেলেই শ্রোতৃবর্গের সমবেত অনুরোধ ঃ'হাসির গান , দ্বিজেন বাবু একটা হাসির গান '। তাঁর গান গাওয়ার ধরনে এমন একটা সরসতা ছিল যা দুর্লভ । একবার বারানসীতে দিলীপকুমার রায় প্রবাসী বাঙালি সম্মেলনে পিতা দ্বিজেন্দ্রলালের 'নন্দলাল' গেয়ে আসর মাত করেন । পরে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন যে তোমার পিতৃদেব যেমন গাইতেন যাতে লোক হেসে মাটিতে লুটিয়ে পড়ত তেমনটি হল না । 'নন্দলাল' ত একদা একটা করিল ভীষন পণ , স্বদেশের তরে , যা করেই হোক রাখিবেই সে জীবন । সকলে বলিল আ- হা- হা-কর কি , নন্দলাল ? নন্দ বলিল 'বসিয়া বসিয়া ' রহিব কি চিরকাল ?, আমি না করিলে , কে করিবে আর উদ্ধার এই দেশ ? তখন সকলে বলিল বাহবা বাহবা বাহবা বেশ '' এখানে অভিব্যক্তির তারতম্যে শ্রোতার ক াছে আবেদনেও পার্থক্য ঘটে যায়। তাঁর একাধিক প্রহসনে একাধিক গান দাণ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল । যেমন --কল্কি অবত ার 'এ তানসান - বিত্রমাদিত্য সংবাদ বা এ্যহস্পর্শে এ'বিলাত ফের্তা । 'তানসান -বিত্রমাদিত্য সংবাদ'-এ স্থান ও কালে র উদ্ভট অনৌচিত্য এনে অদ্ভুত কৌতুকরস সৃষ্টি করেছিলেন ঃ যাহোক , এলেন তানসান কলিকাতায় চড়ে রেলের গাড়ি , অ ার হুগলি ব্রীজ পার হয়ে উঠলেন বিত্রমাদিত্যের বাড়ি। সমাজের এক শ্রেণীর লোকের অন্ধ পাশ্চাত্য প্রীতিকে কটাক্ষ করে লিখে ছিলেন 'বিলাত ফের্তা'ঃ 'আমরা বিলেত ফের্তা কভাই ....., আমরা ছেড়েছি টিকির আদর , আমরা ছেড়েছি ধূতি ও চাদর , আমরা হ্যাট বুট আর প্যান্ট কোট পরে , সেজেছি বিলাতি বাঁদর , আমরা বিলিতি ধরনে হাসি , আমরা ফর াসী ধরনে কাশি , আমরা পা ফাঁক করে সিগারেট খেতে , বড্ডই ভালবাসি ।' এ্যহস্পর্শ -রই একটি চমৎকার হাসির গান 'পারো তো জন্মো না কেউ, বিষ্যুৎবারের বারবেলায় ' যা রেকর্ডে গেয়েছিলেন স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রলাল। আবার প্রহসন নয় তঁ ার ভাবগম্ভীর নাটকে ও 'রিলিফ' হিসাবে এসেছে হাসির গান অনায়াসে ।যেমন ----অহল্যাকাহিনী ' পাষানীতে ' বুড়ে

াবুড়ি দুজনাতে মনের মিলে সুখে থাকত ,..... হত যখন ঝগড়াঝাটি , হত প্রায়ই লাঠালাঠি। ব্যাপার দেখে ছুটোছুটি , পাড়ার লোকে পুলিশ ডাকত, এখানে অতর্কিতে 'পুলিশ' শব্দের প্রয়োগ একটা অন্য মজা আনে । উল্লেখ্য যে , বুড়োবুড়ি দুজনাতে ' গান টি রেকর্ডে গেয়েছিলেন বলাই দাস শীল । প্রেম -ভালোবাসা গভীর ও গুতর ব্যাপার হলেও তার মধ্যেই নানান অসঙ্গতি ও আতিশয্যজনিত কৌতুকাবহ দিকও রয়েছে --এই বিষয়ে তাঁর 'সবই মিঠে ', 'স্ত্রীর উমেদার ', 'প্রেমতত্ব' প্রভৃতি গানগুলি । কিছু গানে আবার ইংরাজি শব্দের কৌতুকপ্রদ প্রয়োগ দেখা যায় । তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্যযোগ্য --- রিফর্মড হিন্দুজ '। রের্কডে গেয়েছিলেন পুত্র দিলীপকুমার । ১৯০৩-এ স্ত্রীর মৃত্যুর পর অবশ্য দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের সরস ধারা স্তব্ধ হয়ে যায়।

দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের আবেদনে শুধু কথা বা বিষয় নয় , সুর ও একটা বিশেষ জায়গা নিয়ে রয়েছে । গানের সুর নির্মানে দ্বিজেন্দ্রলালের একটা স্পষ্ট স্বকীয়তা ছিল । স্বদেশী গানের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী সংগীতেও তাঁর অধিকার ছিল । বিদেশী সংগীতের চলন , তার ঝোঁক তিনি সার্থকতার সঙ্গে বিভিন্ন হাসির গানে ব্যবহার করেছিলেন । আবার রামপ্রসাদীকেও ছাড়েন নি (সবই মিঠে) । এসব গানে তার সুরনির্মিতির সৌকর্য , পরীক্ষা নিরীক্ষা আলাদা ভাবে প্রণিধানযোগ্য । আর -একটি কথা দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান প্রসঙ্গে বলতে হয় যেমন বলেছিলেন পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ 'দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানে কৌতুকের অন্তরালে স্তরে স্তরে কণা , অনুকম্পা সমবেদনা সাজানো রহিয়াছে ।..... দ্বিজেন্দ্রলাল যাঁহাদের লইয়া সরল হাসি হাসিতেন স্বয়ং তাহাদের দলে মিলিয়া যাইতেন ।' দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের গানের প্যারডিও করেছেন । সবই অবশ্য নির্মল নয় । কোন কোনও ক্ষেত্রে ব্যঙ্গ মাত্রা ছাড়ানো , যেমন ---'আনন্দ বিদায়' নাটিকায় । এর বাহিরে 'আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি, তুমিleisure মাফিক বাসিও(আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি) বা সে আসে ধেয়ে এন ডি . ঘোষের মেয়ে' (সে আসে ধীরে)তবু গ্রহনযোগ্য ।

দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানে দাণ প্রভাবিত হয়েছিলেন কান্তকবি রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০) প্রধানত ঈশ্বর প্রেমের গানে নিবেদিতপ্রাণ রজনীকান্ত কিছু হাসির গানও লিখেছিলেন । দ্বিজেন্দ্রলালের 'বিলাত ফের্তা -র সুরে তিনি 'পুরোহিত ', 'দেওয়ানি হাকিম ', 'ডেপুটি', ' উকিল 'প্রভৃতি কৌতুকপ্রদ গানগুলি রচনা করেন । গানগুলিতে ইংরাজি শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয় । উদরবিলাসী ব্যক্তির উদ্ভট ভোজন কল্পনা নিয়ে মনোহরসাহি কীর্তনআশ্রিত 'যদি কুমড়োমত চালে ধরে রত , পানতোয়া শতশত ; আর সরষের মত হত মিহিদানা , বুঁদিয়া বুটের মত ..... '.....(ঔদরিক) কান্তকবির একটি সুপরিচিত হাসির গান । আরে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গান ঃ 'দম্পতির বিরহ ', 'বরের দর' ইত্যাদি ।

মানুষের এমন কোনো অনুভূতি নেই যা আমরা পাই না রবীন্দ্রনাথে (১৮৬১-১৯৪১) । আধুনিক মানুষের যে কোনো ভাবনা তাঁর রচনায় প্রতিফলিত । তার সূক্ষ্ম পরিণত রসবোধের পরিচয় আমরা পেয়ে যাই তার গদ্যে -পদ্যে আর গানেও । হাস্যরসের গান সংখ্যায় কম হলেও তার অভিঘাত অনস্বীকার্য । রবীন্দ্রনাথ প্রথম কৌতুক গান লেখেন গীতিনাট্যর সূত্রে-'কালমৃগয়া ' আর 'বাল্মিকীপ্রতিভা'-য় । দুটিই সিরিয়স গীতিনাট্য তার মধ্যে হাসির গান সন্তর্পনে কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই জায়গা করে নিয়েছে ।' কালমৃগয়া -য় বিদুষকবলে ঃ কাজ কি খেয়ে তোফা আছি , আমার কেউ না খেলেই বাঁচি ! শিকার করতে যায় কে মরতে , ঢুঁসিয়ে দেবে বরা মোষে। ঢুঁ খেয়ে তো পেট ভরে না ---- সাধের পেটটি যাবে ফেঁসে , কিংবা 'আঃ বেঁচেছি এখন । শর্মা ওদিকে আর নন । গোলেমালে ফাঁক তালে সটকেছি কেমন '---তখন কথায় সুরের ঝোঁকে হাসি না এসে পারে না । এমনই সহজ কৌতুক মিশে আছে বাল্মীকি প্রতিভার দস্যুদেরএকাধিক আলাপচারিতায় অর্থাৎ গানে। এখানে সুরেরও একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে । দস্যুদের অট্টহাসির হাঃ হাঃ শব্দটি কে যেমন তিনি পিলু রাগের গানের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন , তেমনি কান্নার 'উঃ উঃ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন গৌরী রাগের কান্নার গানে । 'তাসের দেশ ' নাট্যেও হাসির গান 'হাঁচেছাঃ ভয় কী দেখাচেছা ' কিংবা 'হা -আ-আ-ই'তে কথা ভাব অনুযায়ীই রাগরাগিনী ব্যবহারকরেছেন । মজার নাটক 'চিরকুমার সভা '-য় রয়েছে বেশ কিছু মজাদার গান । ইংরাজি 'উইশ' অর্থাৎ ইচেছকে কি চমৎকার মিলিয়েছেন হুইস্কির সঙ্গে ঃ 'অভয় দাও তো বলি আমার wishকি , একটি ছটাক সোডার জলে বাকি তিনপে

ায়া হুইস্কি'। পাচ্ছে চেয়ে বসে আমার মন' কিংবা স্বর্গে তোমায় নিয়ে যাবে উড়িয়ে '-তে শুধু কথা নয় সুরের চলনও লক্ষণীয় । 'চিরকুমার সভা 'তে একটি প্যারডি ও লিখলেন ঃ গোবিন্দচন্দ্র রায়ের স্বদেশবোধের গান 'কত কাল পরে বল ভ ারত রে' অবলম্বনে 'কত কাল রবে বল ভারত রে ,শুধু ডাল ভাত জল পথ্য করে । , দেশে অন্নজলের হল ঘোর অনটন - --, ধর হুইস্কি-সোড আর মুর্গিমটন .....'। ফাল্গুনী -র 'ভালোমানুষ নইরে মোরা', 'আমাদের পাকবে না চুল 'কিংবা 'গে াড়ায় গলদ ' প্রহসনে 'ওগো তোমরা সবাই ভালো ' নির্মল আমোদের গান । এমনই মার্জিত গান ' আমরা না -গান-গ াওয়ার দল রে', 'কাঁটাবন বিহারিনী ' কিংবা পড়ি শোনো ভাই গাইয়ে ' যা হৈ হৈ সংঘের জন্য রচিত হয়েছিল । সুসীম চা চত্রের জন্য লিখেছিলেন ঃ ' হায় হায় হায় দিন চলি যায়। চা -স্পৃহ চঞ্চল , চাতকদল চল ,....এস হিসাব পত্তর ত্রস্ত তহবিল - মিল ভুল গ্রস্ত লোচনপ্রান্ত ছলছলহে ...' এর শব্দ বিন্যাসেই মজা আছে । হৈ হৈ সংঘের জন্যেই লেখা ঠাট্টা - বিদ্রূপের তীব্রতাহীন আর একটি অনবদ্য হাসির গান ঃ 'ও ভাই কানাই কারে জানাই দুঃসহ মোর দুঃখ ,তিনটে -চারটে প াশ করেছি নই নিতান্ত মুকখ।... বান্ধবীকে গান শোনাতে ডাকতে হয় সতীশ কে , হৃদয়খানা ঘুরে মরে গ্রামোফোনের ডিস্কে..' আমাদের নির্ভেজালআনন্দ দেয় । রেকর্ডে এটিকে যথাযোগ্য রূপ দিয়েছেন শান্তিদেব ঘোষ ।হৈ হৈ সংঘের জন্য গানগুলি ১৯৩৫-এ বর্ধমান বন্যা সাহায্যার্থে অনুষ্ঠিত 'ভরসামঙ্গল ' পালা গানে গীত হয়েছিল । রবীন্দ্রনাথের হাসির গ ানে এমন এক পরিমার্জনা আছে যা যথার্থ উপভোগের বস্তু ।

সাহিত্যে আপাতকৌতুকের আড়ালে গভীর বার্তা পৌঁছে দেওয়া কতদূর শিল্পসম্মত হতে পারে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ সুকুম ার রায় (১৮৮৭-১৯২৩)। তাঁর সাহিত্যকৃতি একই সঙ্গে সরস, জীবন্ত ও গভীর। তাঁর সজীব লেখনীতেও পাওয়া গেছে কিছু গান অবশ্য নাটকের সূত্রে--'লক্ষণের শক্তিশেল' ও'ঝালাপালা'নাটকে। সুর তাঁর নিজেরই । নাটকের প্রয়োজনেই গ ান এসেছে নাটকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঠিক সামঞ্জস্য রেখে। দু একটি দৃষ্টান্ত ঃ 'ওরে ওরে রাবণ ব্যাটা তোর মুখে মারব ঝাঁটা, তোরে এখন বাঁচায় কেটা বল'(লক্ষণের শক্তিশেল) কিংবা 'সখের প্রাণ গড়ের মাঠ ছাত্রদুটি করে পাঠ '(ঝালাপাল া)। তাঁর একটি প্যারডিরও সন্ধান পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের 'মেঘ বলছে যাব যাব'-র অনুকরন ঃ কেউ বলেছে খাবো খ াবো , কেউ বলেছে খাই , সবাই মিলে গোল তুলেছে , আমিতো আর নাই।

গান লেখা পেশা করেছিলেন কাজী নজল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)। গ্রামোফোন কোম্পানি, মেগাফোন প্রভৃতি রেকর্ডের সঙ্গে যুক্তথাকার সুবাদে বিভিন্ন ধরনের গান তাঁকে লিখতে হয়েছে । তার মধ্যে রয়েছে মৌলিক হাসির গান এবং প্যারডিও । হুগলি জেলে বড় কর্তাকে অভিনন্দন জানাতেন নজল --'তোমারি জেলে পালিছ ঠেলে তুমি ধন্য ধন্য হে ' (তে ামারি গেহে ---রবীন্দ্রনাথ) গেয়ে । তাঁর কীর্তনের প্যারডিও বিখ্যাত ঃআমার হরিনামের চি কারণ পবিণামে লুচি ...' । তঁ ার হাসির গানগুলি রেকর্ডে গেয়ে বিখ্যাত করেছেন বিশিষ্ট কৌতুক - অভিনেতা ও শিল্পী রঞ্জিত রায় , হরিদাস বন্দ্যোপ াধ্যায় , সারদা গুপ্ত প্রমুখ । 'আমার খোকার মাসি ', শালীবাহন দি গ্রেট ' বা বন্দনা' বাঙ্ময়রূপে উপস্থাপিত করেন রঞ্জি ত রায় । একবার সারদা গুপ্ত রেকর্ড করবেন তা দ্বিতীয় ঝিযুদ্ধর পরিপ্রেক্ষিতে নজল রেকর্ডের একপিঠে লিখলেন ঃ 'দাদা বল তো কিসের ভাবনা ,ওদের আছে বন্দুক কামান আমাদের ও আছে নাদনা ,....অনেক লড়াই দেখলাম দাদা , যুদ্ধ না হি ডরাই , জার্মানি শিয়া এলে বলব মামু আমরা ভাগনা আর অন্যপিঠে 'নিয়ে যন্ডামার্কা গিন্নি , গন্ডাতিনেক আণ্ডা বাচছ া... দে গর গা ধুইয়ে' । রেকর্ড তো হল । তখন প্রথমে এক পিঠের sample রেকর্ড। মুস্কিল হল
প্রথম গানের শেষ লাইনটে নিয়ে যেখানে রয়েছে জার্মানিকে কাছে টানার কথা । গানটা সেনসরের ফলে বরবাদ হয়ে গেল । তখন অন্য একটি গান লিখে দিলেন নজল ঃ 'চরস নেশা মুন্ড ঝিমঝিম '। এই রেকর্ড যন্ত্রানুষঙ্গ পরিচালনা করেছিলেন রঞ্জিত রায় । তা সারদা গুপ্ত যখন রেকর্ড করেছেন 'দে গর গা ধইয়ে ' রেকডিং এ উপস্থিত নজল ও স্বতস্ ফূর্তভাবে বলে উঠেছেন -দে গর গা ধুইয়ে '। এই রেকর্ডে থেকে গেছে নজলেরও কণ্ঠস্বর এই ভাবে । তখন রেডিওতে একটা হাস্যরসাত্মক অনুষ্ঠান হত যেখানে দাদাঠাকুর প্রথমে হাস্যরসসিক্ত এক বিষয়ে উথাপন করতেন আর পরে সারদা গুপ্ত গাইতেন সেই বিষয়ে দাদাঠাকুরের লেখা হাসির গান । দাদাঠাকুর শ্রোতাদের উদ্দেশ করে বলতেন --- 'আজকের এই অনুষ্ঠানে আমি কথা বলব আর আমার হয়ে গান ধরবে সারদা । আমি যেন ধৃতরাষ্ট্র কারন আমি সুর-কানা ও তাল

কানা ।আর সারদা আমার গান ধরবে তাই সে আমার গান-ধারী।' কথার সৌকর্যে দাদাঠ াকুরকে চিনে নেওয়া যায় । সরস , সজীব দাদাঠাকুর , শরৎচন্দ্র পন্ডিত (১৮৮১-১৯৬৯) ।হাস্যরস তাঁর সহজাত ।জঙ্গিপুরে স্কুলে পড়ার সময়ই তঁ ার কবিপ্রতিভার বিকাশ ঘটে ।একবার স্কুলে ইংরাজি কবিতায় পাংচুয়েশন ঠিক করার জন্য একটা পাংচুয়েশন গান তৈরী করেছিলে ন । তার মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই একটা মজা ছিল ।তাঁর একটা ছাপাখানা ছিল ।'বিদূষক নামে এক সাপ্তাহিক পত্রিকা বার করতেন । তাছাড়া বের করেছিলেন 'বোতলপুরাণ '---বোতলের আকারে কালো মোটা কাগজ কেটে তারই মলাট আর তার ভিতরে লাল কাগজে মাতালদের উদ্দেশ্যে ছাপানো কবিতা। দেখতে ঠিক যেন বোতল ।দাদঠাকুর ' বে াতল পুরাণ' --ফেরি করতেন গান গেয়ে । চৌরঙ্গী, বড়বাজার ---জায়গা অনুযায়ী গানও বদলে যেত । একটি গান ঃ'ক ালা এইসা বোতলমে লাল রঙকে মাল । দো আনা পৈসা দেকে , পিয়ালামে ঢাল , ইসমে নেহি দা খালি হ্যায় মিঠি ঝাড়ু , পীকে শায়েস্তা হোগা শারাবী মাতাল। দো আনা পৈসা দেকে পিয়ালামে ঢাল ।' দাদাঠাকুরের সবচেয়ে বিখ্যাত গান ' কলিকাতার ভুল ' ----কলকাতার বিভিন্ন জায়গাও তার নাম নিয়ে ---' মরি হায় রে ' কলকাতা কেবল ভুলে ভরা , সেথ ায় বুদ্ধিমানে চুরি করে বোকায় পড়ে ধরা । ..... আমি মুর্গিহাটায় চুপ করে যাই কিনতে রাম পাখি , দেখি সারিসারি স্টেশনারি , আসল জিনিস ফাঁকি ।...নাইকো হাতী, নাইকো বাগান , হাতী বাগান বলে , বাদুড় বাগানেতে দেখি বাদুড় না হি ঝোলে '... -----এমন সব অমিল নিয়ে এই গান রেকর্ডে ফাংশানে গেয়ে যিনি বিখ্যাত করলেন তিনি হাসির গানের অ ার এক ব্যক্তিত্ব নলিনীকান্ত সরকার । একবার সম্ভবত ১৯২৭-র নভেম্বর ইউনিভাসিটি ইনস্টিটিউটে দিলীপকুমার রায়ের একটা সম্বর্ধনায় নলিনীকান্ত এই গানটি শোনালেন যেখানে শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও শরৎ চন্দ্র । গানটি শেষ হতে রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করেন নলিনীকান্তকে -- গানটি কার লেখা ? নলিনকান্ত বলেন শরৎচন্দ্র পন্ডিত । তারপর রবীন্দ্রনাথ তাঁর অননুকরনীয় ভাষায় গানটির প্রশংসা করেন । দাদাঠাকুর আবার আসর বিশেষে এ গানে র মধ্যে ল াগসই গোছের নতুন নতুন লাইন যোগ করতেন । এ ব্যাপারে তাঁর ready witঅতুলনীয়, এরবার দিলীপকুমার রায় থিয়েটার রোডে আছেন

তাঁর মাতুলালয়ে । দিলীপকুমারের আমন্ত্রণে দাদাঠাকুর গেছেন । অফুরন্ত কথার রসমাধুরিতে আসরটিকে মাতিয়ে তুললেন দাদাঠাকুর ।শেষে বিশেষ অনুরোধে ধরলেন 'কলিকাতায় ভুল ' গানটি । গান শেষ হতেই শ্রোতাদের মধ্যে একজন বললেন 'কলকাতায় এত রাস্তার নাম করলেন , কই থিয়েটার রোড নেই তো? সঙ্গে সঙ্গে দাদাঠাকুর ধরলেন --- -' থিয়েটার রোডে যে দেখি , থিয়েটার তো নাই , তবে থিয়েটারের সাধ মেটালো দিলীপকুমার রায় ।' প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের এ এক অভাবনীয় দৃষ্টান্ত । শুধু বাঙালীর জন্য নয় , অবাঙালি শ্রোতার জন্য 'কলকাতার ভুল ' কে তিনি হিন্দিতেও রূপ ান্তরিত করেন -- কলকাত্তা কী ভুল। দাদাঠাকুরই আবার কলকাতার ভুল নামে এর একটি পাল্টাগানও রচনা করেন--- কলকাতার খেদ 'আত্মঘাতী দেবশর্মা ছদ্মনামে ।এখানে দেখা যায় কলকাতা শহর আক্রমন করেছে 'কলকাতার ভুল 'এর রচয়িতা শরৎ চন্দ্র পন্ডিতকে ঃ ' কলকাতার ভুল লিখলেন যিনি , আমি বলি তাকে , রাগ কোরো না দাদাঠাকুর , পার্সন াল এ্যাটাকে । ...বৌবাজারে বৌ না পেয়ে হতাশ হলেন যিনি , দিনাজপুরের পত্নীতলায় পেলেন কি গৃহিনী ,...'। এও এক দীর্ঘ গান এবং আগাগোড়া সরস । ভোট নিয়ে দাদঠাকুরের একাধিক রঙ্গগান ছিল ।একটি --ভোট দিয়েযা আয় ভোট ার আয় ।মাছ কুটলে মুড়ো দিব , গাই বিয়োলে দুধ দিব , দুধ খেতে বাটি দিব, সুদ দিলে টাকা দিব, ফি দিলে উকীল হব , চাল দিলে ভাত দিব , মিটিং এ যাব না , অবসর পাব না , কোনো কাজে লাগব না , যাদুর কপালে আমার ভোট দিয়ে য া ।' ভোটপ্রার্থীর ফাঁপা ইমেজ এখানে ভালোভাবেই প্রকাশিত এবং যা এখন ভীষণ রকম প্রাসঙ্গিক। একবার কলকাতায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচনে নলিনীকান্তের অনুরোধে ভোটপ্রার্থীদের নিয়ে রচনা করলেন 'ভোটামৃত 'ঃ নির্বাচন সময়ে তু বায়ুক্ষো ভবেদ্ ধ্রুবম ।.. আমি ভোটের লাগিয়া ভিখারী সাজিনু , ফিরিনু গো দ্বারে দ্বারে ,(আমি ভিখারি না শিকারী গো) মোরে হ্যাঁ ছাড়া কেউ না বলিল না ক্যানভ্যাস করিনু যারে ।..... দাদাঠাকুরের বাড়ি ছিল রঘুনাথগঞ্জ--- রেলস্টেশনের নাম জঙ্গিপুর রোড।হাওড়া থেকে জঙ্গিপুর পর্যন্ত সব স্টেশনের নাম মনে রাখার জন্য একটি নামাবলী -গ ান রচনা করলেন তাতে দিলেন দুরকমের সুর - প্রভাতী আর গজল। গানটি ' হাওড়া লিলিয়া , বেলুড় বালী , আজিমগঞ্জ সিটি করি দরশন, মুনিগ্রাম গনকর পেরিয়ে জঙ্গিপুর রোডে আমার ঘর । একদিন গানটি গাইতে গাইতে চলেছেন দাদাঠ াকুর ট্রেনে । একজন চেকার বললে আর অন্য স্টেশনগুলো বাদ থাকে কেন? --- তৎক্ষণাৎ দাদাঠাকুর গান ধরলেন---'

সজনিপাড়া , নিয়মিত , ধুলিয়ান গ্যাঞ্জেস , তিলডাঙা , বারহারোয়াতে শেষ। এলাইনে দফা রফা। তার পরে লুপ লাইন ধর, ভাবা যায় না কি চটজলদি গান রচনা করতে পারতেন দাদঠাকুর যে কোনো বিষয়ে । দাদাঠাকুর কিছু প্যারডি ও রচনা করেছিলেন। বিখ্যাত প্যারডিটি অতুলপ্রসাদ সেনের 'আ মরি বাংলা ভাষা '-র । কতকাতার আরপুলি লেনে কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচির বাড়িতে এক অনুষ্ঠানে নলিনীকান্ত প্যারডিটি স্বয়ং অতুলপ্রসাদ কে শোনান । অতুলপ্রসাদ আগ্রহ ভরে শুনে গানটি র প্রশংসা করেন এবং রচয়িতার নাম জানতে চান , গানটি র কিয়দংশ ঃ'..... নয়তো মোদের এ জ্ঞান যে সে, -গঙ্গা ডুবিল গ্যাঞ্জেসে ' 'ইন্ডাস ' এল সিন্ধুদেশে , ভিয়াস হয়েছে বিপাশা '। ....তো এইসব নিয়ে দাদাঠাকুর রঙ্গ ব্যঙ্গের জগতে এক আশর্চ্য ব্যক্তিত্ব।

নলিনীকান্ত (১৮৮৯-১৯৮৪) বেশ কিছু প্যারডি লিখেছিলেন আর চটজলদি হাসির গান রচনাতেও ছিলেন সিদ্ধহস্ত । এরবার রেডিওতে 'নবাগত আসরে' নির্দিষ্ট শিল্পী না আসায় নলিনীকান্ত কে গাইতে বলেন সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী । ঘোষণায় নলিনীকান্তের নামঘোষিত হল না তবে বেশ রসিয়ে বলা হল যে ইনি নবাগত । তো নলিনীকান্ত ধরলেন --বারো বছর ধরে হেথা রয়েছি ছারপোকার মতো ,আজকে এরা ধরে বেঁধে বানিয়ে দিলে নবাগত ' আস্থায়ী শুনেই সুরেশচন্দ্রের চক্ষু স্থির । নলিনীকান্ত সবচেয়ে বেশি প্যারডি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথের গানে বিশেষবাবে উল্লেখ্য যোগ্য ----' অমল ধবল প ালে লেগেছে', 'প্রলয় নাচন নাচতে যখন ', 'এতদিন যে বসেছিলেম ', 'খরবায়ু বয় বেগে'-র গানের প্যারডি। অমল ধবল '-র প্যারডি রেডিয়োতে গেয়ে একটু বিপদেই পড়তে হয়েছিল নলিনীকান্তকে। রেডিওতে একজন শিল্পী উচচাঙ্গ সংগীত গেয়েছেন তারপরই নলিনীকান্তের গান । তিনি ধরেছেন 'ভেড়ীর গোয়ালে আগুন লেগেছে ---। বহে পশ্চিমে হাওয়া , শুনি নাই কভু শুনি নাই এমন বিকট গাওয়া ।... উচচাঙ্গ সংগীত শিল্পী এটিকে তাঁরগানের ব্যঙ্গ ভেবে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং স্টেশন ডিরেক্টরের নামে উকিলে র চিঠি দিয়েছিলেন। পরে গভর্নমেন্টের সলিসিটর রবীন্দ্র দেবের অফিসে গিয়ে সব বুঝিয়ে মেটাতে হয় ব্যাপারটা। 'এতদিন যে বসেছিলেম ' এর প্যারডি লিখেছিলেন নলিনীকান্ত পণ্ডিচেরীতে নলিনীক ান্তগুপ্তর পত্নী শ্রীমতি ইন্দুলেখা দেবীকে (যাকে বলতেন বৌদিদি') নিয়ে মজা করার জন্য ঃ' দেখা পেলেম ফাল্গুনে এতদিন করলে ফ্যাসাদ , খাচ্ছিল জোলা জাল বুনে , বৌদীদির রূপে তুমি হলে যে উদয় , এ কি গো বিস্ময় , গাল দুটি মোর পুড়িয়ে দিলে পানচুনে ।.... এখানে নলিনীকান্ত বৌদিদির রন্ধন শিল্পের যে পরিচয় দিয়েছেন তা রীতি মত আতঙ্কজনক । খরবায়ু বয় বেগের -র দুটি প্যারডি চমৎকার লিখেছিলেন নলিনিকান্ত যা প্রকৃত ছান্দসিক ও সুর শিল্পীর ' পক্ষেই সম্ভব । একটি 'পরমায়ু যাবে ছেড়ে র‍্যাশনের চাল যে রে ,উঠে নেয়ে এরি ভাত খাইয়ো , ..মুখে পুরে একগাল হও যদি নাজেহাল হাই মারো মারো টান হাইয়ো ।... রেশনের বাস্তব অবস্থা নিয়ে চমৎকার প্যারোডি। 'আবার নন্দলাল ' সেও এক অনা বিল হাসির উৎস। বন্ধুবর দিলীপ কুমার রায় বিয়ে করতে না চাওয়ায় গানটি এক আসরে শোনালেন দিলীপ কুমার ও অন্যান্যদের ।আসল প্যারডি ছিল ঃ ' নন্দলাল তো আবার একটা করিল ভীষন পণ ।স্বাধীন পরানেপরাবো না কভু বিব াহের বন্ধন, একজোট হয়ে যদি বিয়ে করে দুনিয়ার সব লোক , বয়ে গেছে , আমি একা একদিকে --যা হয় তা হয় হোক ।... দিলীপকুমারকে শোনাবার সময় নলিনীকান্ত' নন্দলাল'টা বদলে 'মন্টুলাল' করেন (মন্টু দিলীপকুমারের ডাকনাম)। একবছর ভোটের রঙ্গ নিয়ে রামপ্রসাদী গানের প্যারডি করেছিলেন নলিনীকান্ত ঃ 'আমার দে মা তবিলদারি আমি নিমকহ ারাম নই শঙ্করী , যে দলে হোক ভিড়িয়ে দে মা ,হচ্ছে যেথায় পাল্লা ভারি ।' শুক-সারি সংবাদ এর প্যারডি করেছেন একা ধিক জন তার মধ্যে নলিনীকান্তের ' পত্নী প্রতিযোগিতা ' অনবদ্য । এখানে সদ্য বিবাহিত দুই বন্ধু যদু মধুর পত্নী প্রসঙ্গ সরসভাে
ব বিধৃত । গানটি নলিনীকান্ত রের্কড করেছিলেন এবং তা বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল ।

প্যারডি গানের ওক অবশ্য উচচার্য নাম সতীশচন্দ্র ঘটক (১৮৮৫-১৯৩২) যিনি প্যারডির বাংলা করেছিলেন 'লালিকা' । অসংখ্য প্যারডি রচনা করেছিলেন সতীশ চন্দ্র । বেশির ভাগই রবীন্দ্রনাথের গানের আধারে । তাঁর রচনায় মেলে পরিকল্পনার অভিনবত্ব, শব্দ ও ছন্দ -সাযুজ্য , কৌতুক ও পরিহাস । তাঁর প্যারডির একটি সংকলন গ্রন্থ ছিল । নাম 'লা লিকা গুচ্ছ' । সতীশচন্দ্রের কয়েকটি সুরচিত প্যারডির কিয়দংশ ঃ 'যদি বারন কর , তবে হাসিব না , যদি গরম লাগে ক

াছে আসিব না ।....' (যদি বারন কর তবে গাহিব না), ' বাঙালির মত বাঙালির বেশ, বাঙালির কাজে লুচি সন্দেশ ,অনেক হউক অনেক হউক অনেক হউক, হে ভগবান ।' (বাংলার মাটি বাংলার জল), চা নিয়ে লেখা ---' সুন্দর তৃষা - ভঞ্জন তুমি বন্দন উপচার । তুমি ধুমন্ত মন চলন্ত অন্দরে আমার ...' (সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি), ওগো তোরা কে যাবি পারে , আমি 'গ্রেস ' দিয়ে বসে আছি ছটি পেপারে ।' (ওগো তোরা কে যাবি পারে), 'সে গাহে গীতে ঘাম ছাড়ে শীতে ,মা নিধা মা নিধা মানি ধানি ত্রুদ্ধ ত্রুদ্ধ ভঙ্গিতে , মানি ধানি সঙ্গীতে ।... '(সে আসে ধীরে) ইত্যাদি । রবীন্দ্রনাথের ' আমার সোনার বাংলা '-র আধারে উকিল - কবি সতীশ চন্দ্র তাঁর সোনার মামলায় স্মৃতিতর্পন করেছেন 'উকীল -জীবনী'তে । অ াত্মজীবনীমূলক এহেন গান প্যারডি সাহিত্যে এক বিশিষ্ট সংযোজন ঃ ' আমার সোনার মামলা, আমি তোমায় ভালবাসি , চিরদিন তোমার আলাল তোমার দালাল , আমার ঘাড়ে লাগায় ফাঁসি ।....' দ্বিজেন্দ্রলালের গানেরও সর্বাধিক প্যারডি সতীশচন্দ্রের । বিশেষ উল্লেখ্যঃ ' ধন মান্যি যশে গাঁথা , আমাদের এই কলিকাতা , তার মাঝে এক আপিস আছে , সব আ পিসের সেরা , ওরে ইট পাথরে তৈরি সেটি , রেলিং দিয়ে ঘেরা , এমন আপিস কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি , সকল বুদ্ধি হানি করা আমার কর্মভূমি ,.... ।এই গানটি লোকের মুখে মুখে ফিরত। । আধুনিক কালে গঙ্গার জায়গায় টঙ্কা অর্থ াৎ টাকার মহিমা বেড়ে যাওয়ায় সতীশ চন্দ্র 'পতিতোদ্ধারিনী গঙ্গে '-র আধারে লিখেছেন ঃ পতিতোদ্ধারিনী টঙ্কে! প াপনিরত জন -ভয় - বিদ্রাবিনি , ভূষণ কলঙ্কে পঙ্কে .....'। রজনীকান্তের আত্মনিবেদনের গান 'কেন বঞ্চিত হব চরণে '--- সতীশ চন্দ্রের হাতে হয় ঔদরিকতার গান 'কেন বঞ্চিত হব ভোজনে ? / আমি বড় আশা করে বসে আছি , খাব /গণণে না হয় ওজনে ।...' ম্যালেরিয়া কে লক্ষ্য করে সতীশ চন্দ্র প্যারডি রচেছেন ঃ তুমি নির্মূল কর বঙ্গজ নরে / শোণিত চর্ম শুক ায়ে,/ তব কম্প ভীষন দিয়ে যায় মোর / দোষ লিভারে ঢুকায়ে ....'(তুমি নির্মল কর) । আমি সকল কাজের পাই হে সময় ্যতামারে ডাকিতে পাইনে ' কান্তকবির এই আক্ষেপ সতীশচন্দ্রে র হাতে পরিনত হয়েছে আপশোষে ঃ 'আমি সকল কাজের পাই হে সময় /কোঁচাটি আঁটিতে পাইনে / আমি গাহি পারাবত সুর- বিকুজন / হেঁড়ে কন্ঠ ছেড়ে গাইনে ..'। সতীশচন্দ্রেরপ্যারডির আরও উদাহরন --'আর কতকাল থাকব বসে স্টপার খুলে / যাদু আমার '(আর কতকাল থকব বসে ---অতুলপ্রসাদ) কিংবাকে সুকেশী মঞ্জুদাসী ফাঁসের ফাঁসি লাগাওমনে '(কে বিদেশী মন উদাসী নজল) সতীশচন্দ্রের ছন্দজ্ঞান , বাকচাতুর্য, , পরিহাস প্রিয়তার চমৎকার পরিচয় রয়েছে তাঁর অধিকাংশ প্যারডিতে ।

কবিশেখর কালিদাস রায় (১৮৮৯-১৯৭৬) শুধু কবি নয় , প্যারডি - রচয়িতা হিসাবেও সুপরিচিত । রজনীকান্ত , দ্বিজেন্দ্রলাল এবংঅবশ্যই রবীন্দ্রনাথের গানের প্যারডি করেছেন । সতীশ চন্দ্রের রজনীকান্তের 'কেন বঞ্চিত হব চরনের অনুকরনে তাঁরও আক্ষেপ-- কেন বঞ্চিত হব ভোজনে ?/ মোরা কত আশা করে নিজ বাসা ছেড়ে / খেতে এসেছি এখানে কজনে ।... 'দ্বিজেন্দ্রলালের ' চন্দ্রগুপ্ত 'নাটকের গৃহপ্রত্যাগত সৈন্যদের গান -'যখন সঘন গগন গরজে , বরিষে করকাধার ার রোমান্টিক কল্পনা প্যারডিকার কালিদাস রায়ের হাতে হয় লৌকিক লাঞ্ছনার ছবি ঃ 'যখন গৃহিনী গরজে বরিষে বকুনিধারা / সভয়ে অমনি আবরি নয়ন, লুপ্ত সংজ্ঞা সাড়া ।' রবীন্দ্রনাথের ' যদি প্রেম দিলে না প্রাণে'র যে প্যারডি করেছেন ---- 'যদি ধন দিলে না গাঁঠে / কেন সারা শহর ভরে দিলে এত দোকানপাটে .....' তা অবশ্য তত আকর্ষক নয়।

সাহিত্যসেবী সজনীকান্ত দাস (১৯০০-১৯৬২) বহু প্যারডিরস্রষ্টা। এরবার কলকাতায় ট্রাম চলবে কি চলবে না এই নিয়ে তুলকালাম হচ্ছে। সজনীকান্ত ট্রামের স্বপক্ষে । তাই রামপ্রসাদী অনুকরনে লিখলেন ঃ বল মা তারা দাঁড়াই কোথা / মে াদের কেউ নাই মা হেথা হোথা / ঠাঁই মেলে না কোনো বাসে / ভিড় হয়ে যায় টার্মিনাসে / কুনুই গুঁতো খাই দুপাশে / হল সারা অঙ্গ ভোঁতা ....'। এখানে দৈনন্দিন বাস্তবতার প্রতিফলন । দ্বিজেন্দ্রলালের যেদিন সুনীল জলধি হইতে ' -র দুটি প্যারডি তিনি করেছিলেন । একটি ঃ'সেদিন সুদুর রাশিয়া হইতে আসিল কাদের বিজয় বার্তা / কাদের মহিমা বর্নিল কবি অসম ছন্দে ব্যাপিয়া চার তা ঃ এখানে সমকালীন বাংলার আধুনিক ছবি আঁকতে গিয়ে সজনীকান্ত একটু রূঢ় । নিধুবাবু র ' তারে ভুলিব কেমনে ' ও নানান ভাষা, দুটিকেমিলেয়ে রচনা করেছেন একটি প্যারডি ঃ তারে ভুলিব কেমনে ,/ অকালে মরিল বীরবাহু সে কাল রণে ।.... বিনা স্বদেশী ভাষা আশা না পুরে যে মনে '। সজনীকান্ত তার 'মাইকেল বধ কাব্য' - এ র

ামমোহন রায়ের ব্রহ্মসংগীত মনে কর শেষের সেদিনকে ' কে আধার করে প্যারডি লিখেছেন ঃ মনে কর শেষের সেদিন ভয়ংকর / অন্যে বাক্য কয় কিন্তু বীরবাহু নিত্তর .....' ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদন কে আশ্রয় করেছেন সজনীকান্ত এবং আ লিবাবা -র ছি ছি এত্তা জঞ্জাল ' এর চমৎকার একটি প্যারডি উপহার দিয়েছেন ঃ ছি ছি এওা জঞ্জাল ' এও বড় গুষ্টি এসমে এত্তা জঞ্জাল ,/ একঠো একঠো মরতা তব বি কমতা নাহি পাল ,। নলিনীকান্ত সরকার তাঁর আসা যাওয়ার মাঝখ ানে ' তে দাদাঠাকুর ছাড়া ও আর একজন প্যারডিকারের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি নলিনীকান্তের ইন্দুদা অর্থাৎ শরদিন্দুনাথ রায় (১৮৮৫-১৯২৭) । কবিশেখর কালিদাস রায়ের সহপাঠি শরদিন্দুনাথ প্যারডি ছাড়াও সাধারন গান কবিতাও লিখেছেন । তবে তার কোন সংকলন নেই । কিছু বেরিয়েছিল কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের 'উপাসনা ' পত্রিকায় আর কিছু 'বিজলী' পত্রিকায়। শরদিন্দুর তিনটি গানের রেকর্ড নলিনীকান্ত করেছিলেন ঃ জয়দেবের 'প্রিয়ে চ াশীলে মুগ্ধময়ির প্যারডি 'প্রিয়ে কলহশীলে ' কলম্বিয়ায় , তাছাড়া ' ছিল নারী বঙ্গে শুধু হুকুম করতে তামিল ' আর ' কি প্যাঁচে পড়িনু দাজিলিঙে' এইচ ,এম ভি তে । একদিন গঙ্গায় বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে নৌকাভ্রমণে বেরিয়েছেন । নৌকোর ওপরেই চা জলযোগের আয়োজন । তো শরদিন্দু বন্ধুদের প্ররোচনায় নৌকোতে বসেই রবীন্দ্রনাথের 'অমল ধবল পালে লেগেছে 'এর আধারে লিখলেন।' সকল সচল গালে লেগেছে লঙ্কাদীপের হাওয়া ;/ দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন রাক্ষুসে খাওয় া ... সসারে ঝরিছে ঝরঝরচা , কোঁৎ কোঁৎ গলা ডাকে , / মুখে এএস পড়ে হিঙের কচুরি খ্যাংরা গোঁফের ফাঁকে ।' এখ ানে কল্পনার অভিনবত্বের সঙ্গে মিশেছে সরস রসিকতা ।শরদিন্দুর আর -একটি প্যারডি ---রবীন্দ্রনাথের 'মন্দিরে মম কে ' অবলম্বনে , ত্রুদ্ধা স্ত্রী উদ্দেশ্য স্বামীর উক্তি ঃ ' হুঙ্কারে আজিকে মাতিল হে !/সকল ভবন ভীতিমগন / পিসী -মাসী গেল ক াশী , দাস -দাসী দূরে দূরে .....;

ছন্দের যাদুকর কবি সত্যেন্দ্রনাথ দও (১৮৮২-১৯২২) হাস্যরসকে তাঁর রচনায় স্থান দিয়েছিলেন । দ্বিজেন্দ্রলালের গ ানের একাধিক প্যারডি তাঁর রয়েছে । রাণাপ্রতাপসিংহ' নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল যেখানে আহ্বান করেছেন ধাও ধাও সমর ক্ষেত্রে / গাও উচ্চে রণ জয়গাথা...'বলে সেখানে সেই একই সুরে ছন্দে সত্যেন্দ্রনাথ চাকুরিজীবি বাঙালী কে বলেছেন 'ধ াও ধাও চাকুরী ক্ষেত্রে / খাও অর্থাৎ গিলে যা তা / রক্ষা করিতে পৈতৃক কর্মে / শোন ঐ ডাকে service জাঁতা....। ' দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশবোধক 'বঙ্গ আমার ' জননী
আমার ' কে সত্যেন্দ্রনাথ পরিণত করেন 'মদিরা মহল ' এ পানির উপর অকস্মাৎ করবৃদ্ধি উপলক্ষ্যে ভুক্তভোগীর খেদোক্তি ঃ মদ্য আমার । পানীয় আমার সরাব আমার আমার পেগ,কেন কোম্পানি নজর দিলে গো? কেন হল এই duty plague?,

দ্বিজেন্দ্রলালের গানের আর এক উল্লেখযোগ্য প্যারডিকার যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচীর্য(১৮৯০-১৯৭৫)। 'ধনধান্য পুষ্প ভরা' অবলম্বনে 'সোনারূপোয় কেমন গড়া, আমাদের এই চশমা জোড়া ততটা মনোগ্রাহী না হলেও 'ঐ মহা সিন্ধুর ওপার হতে '-র প্যারডি 'ঐ বধূ কণ্ঠে ভেতর থেকে কি ইঙ্গিত ভেসে আসে!/সে ডাকে তানে কাতর প্রানে 'আয় চলে আয়' ... লেখে, অ ায় রে ছুটে আয়রে ত্বরা/ হেথা নাইকো 'পাশ' নাইকো পড়া/ হেথায় মুখের কথা মধুভরা চির স্নিগ্ধ বারোমাসে .....' তে যতীন্দ্রপ্রসাদের ভাবনায় অভিনবত্ব , তদুপরি ক্ষমতা র পরিচয় পাওয়া যায় । কেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৩-১৯৪৯) কুহু আমার কেকা আমার কাকলি আমার আমার দেশ / দেখনা কেমন মলয় পবন ভাবের স্বপন হানচে বেশ' (বঙ্গ আম ার জননী আমার -দ্বিজেন্দ্রলাল) কিংবা যতীন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত 'যখন এইখানে আর চাকরি থাকবে না '(যখন পড়বে না মে ার রবীন্দ্রনাথ) প্যারডি হিসাবে উল্লেখ্য ।

সাহিত্যসেবী পরিমল গোস্বামীর (১৮৯৭-১৯৭৬) -র নান রচনায় মেলে হাস্যরসের সুলুক সন্ধান । ডুয়ার্স থেকে বন্ধুর প াঠানো চা না পেয়ে তিনি বন্ধুকে আক্ষেপ করে চিঠি লিখেছেন প্যারডির আকারে ঃ টি পাইনি তার খবর জানতে মন খুব নহে রাজি/ আজিবাজে লিকারের চুমুকের শব্দে বেদনা উঠিছে বাজি । ভালো বেসেছিনু ডুয়ার্স চায়েরে সেই স্মৃতি মনে অ াসে ফিরে ফিরে /সেদিনের আড্ডা মাঝে মাঝে এসে জমায়েছে নজল কাজি।'(কি পাইনি তারি হিসাব মিলাতে রবীন্দ্রনাথ

) এ এক অভিনব প্যারডি পত্র।

হাসির রাজা শিবরাম চক্রবর্তী (১৯০৩-১৯৮০) যে শুধু গদ্যেই আপামর মানুষকে হাসিয়েছেন তা নয় তাঁরও একটি দুটি প্যারডি রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'দুই পাখি' অর্থাৎ 'খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে ' অবলম্বনে একাধিক জন প্যারডি রচনা করেছেন। তার মধ্যে শিবরামের টি অনবদ্যঃ ' বাঘা যতীন ছিল বাংলা দেশের রাজা / শিব্রাম ছিল কোন ভ্রমে / একদা কি করিয়া মিলন হল দোঁহে / নাতি ও নাতনী মাধ্যমে ।' দ্বিজেন্দ্র লালের 'মেবার পতন' নাটকের 'আবার তোরা ম ানুষ হ'-র প্যারডি লিখেছেন'বিজলী ' পত্রিকায় ঃ' আবার তোরা বামুন হ ! /কিসের শোক করিস ভাই / আবার তোরা বামুন হ্ ' ....রাখিয়া টিকি কাটিয়া ফোঁটা/হাজার দুয়েক পত্নী জোটা / কুলীনতার কররে ঘটা/ আবার তোরা বামুন হ ।' কুলীন ব্রাহ্মণদের প্রতি ব্যঙ্গ সুপ্রকাশিত ।

রসসাহিত্যিক কুমারেশ ঘোষ (১৯১৩-১৯৯৫) দীর্ঘ দিন সম্পাদনা করেছেন হাস্যরসাত্মক রচনানির্ভর পত্রিকা 'ষষ্টিমধু ' । 'ষষ্টিমধু' -র নবম বর্ষে একটি প্যারডি সংখ্যা প্রকাশ করেছিলেন। বিশেষ উল্লেখ্য ঐ প্যারডির সম্পাদকীয় ঃ কি পাইনি তারি হিসাব মিলাতে/ মন মোর খুবই রাজী / ... ছেপে দিয়েছিনু ষষ্টিমধুতে / প্যারডি পাঠান যদুতে মধুতে ../ হাস্যের রসে ভিজিয়েছি ফুল / গ্রাহক পাঠক তরে / ..মাঝে মাঝে ভূল হতে পারে বার / প্রুফ দেখা হয়েছিল বারেবার / বেশ মনে পড়ে আজি ' (কি পাইনি রবীন্দ্রনাথ) সম্পাদকীয় টির পর লেখা --য -ম-স ' (সম্পাদকের নামটি কিন্তু বার্নাড শর প্য ারডি নয়) '' কুমারেশ ঘোষের পাকা হাতের পরিচয় এখানে মেলে ।

চারের দশকে রেক র্ডে হাসির গান গেয়ে বেশ নাম করেছিলেন যশোদাদুলাল ম ন্ডল ।প্যারডি নয় মৌলিক হাসির গান । পেশায় ডাক্তার যশোদাদুলাল নিজেই লিখতেন এবং সুর দিতেন ।খুবই আকর্ষনীয় গান রয়েছে তাঁর কলকাতা নিয়ে 'ক্য ালকাটা ১৯৪৩' এবং ক্যালকাটা কন্ট্রোল হওয়া , ব্ল্যাকমার্কেট , পথে পথে ভিখারি ।ক্যালকাটা ১৯৪৫ এ বলেছেন , ক্য াপিটালিজম মানে না, চায় শুধু ডেমোক্রাসী ' কিংবা 'কুলি মজুর আর বলে না হুজুর ' বাস্তবের কৌতুকঘন চিত্রায়ন ।যশে াদাদুলাল গেয়েছেনও চমৎকার ।আরও কিছু সরস গান তাঁর নৈপুন্যের সাক্ষ্য বহন করেছে ।মৌলিক এই গানের ধারা কিন্তু পাঁচের দশকের পর ক্রমশ ক্ষীন হয়ে আসে। জনপ্রিয় বাংলা আধুনিক বা রবীন্দ্রসংগীতের প্যারডি অবশ্য যথেষ্ট লেখ া হয়েছে ।পাঁচ ছয়ের দশকে বাংলা ও হিন্দি গানের প্যারডি রেকর্ড গেয়ে খ্যাতি পেলেন মিন্টু দাশগুপ্ত ।মানব জীবনের নানান সমস্যা গানে তুলে ধরার প্রয়াসে গানের জগতে এসেছিলেন তিনি। গ্রমোফোন কোম্পানির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ করিয়ে দেন সলিল চৌধুরি ।বেকারী, কালো বাজারি , রাজনৈতিকভন্ডামি , মূল্যবৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে প্যারডি লিখেছেন এবং গেয়েছেন্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত ঃ ' কাক কালো কোকিল কালো / আর া হনুমানের মুখটি কালো / কালোর আড়ালে চলছে নিত্য কতই গ্যাঁড়াকল / ভাইরে --সবার চেয়ে কালো জেনো কালোবাজারীর দল ' (মেঘ কালো আঁধার কালো- -- শিল্পী ঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়), ' হওরে কালা চোখ কানা / সব শুনেও কিছু শুনবে না বলতে আছে মানা / তাই দেখেই কিছু বলবে না ...' (নিলাম বালা ছ আনা) ' শোন আমার কাহিনী / কভু আমি যা চাহিনি / হায় রে জীবন ভরশুধু / খ াইরে নাকানি -চোবানি ' (মেরা জুতা হ্যায় জাপানি -মুকেশ) প্রভৃতি ।আর এক শিল্পী দীপেন মুখোপাধ্যায়ও ছয় - স াতেরদশকে রেকর্ডে প্যারডি ও হাসির গান গেয়ে পরিচিতি পেয়েছিলেন। রেকর্ডে র্যাঁরা হাসির গান সার্থক ভাবে গেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যেরঞ্জিত রায, হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় , নলিনীকান্ত সরকার , যশোদাদুলাল মন্ডল , সারদা গুপ্তের কথা তো আগেই উল্লিখিত, অরো আগের কয়েক জনের নাম এখানে স্মরণযোগ্য। যেমন অভয়াপদ চট্টোপাধ্যায় (আমরা ও তোমরা) মন্মথনাথ রায় (সুখ নাহি আর উকিল মহলে) গোপাল সিংহ রায় (বুড়ি তুই গাঁজার জোগাড় কর), চিত্তরঞ্জ ন গোস্বামী (সূর্যগ্রহন, ভোজপুরী ভিখারিরগান)। চিন্তাহরণ মুখোপাধ্যায় (আমরা বাঙালী বাবু), নবদ্বীপ হালদার ও তুলসী চক্রবতী (কলিকাতায় হৈ হৈ ব্যাপার থাকবোনা কলকাততে প্রমুখ ।
পাঁচের দশকের পর থেকে মৌলিক হাসির গানের স্রোত দ্ধ হয়ে গেলেও বিছিন্ন ভাবে কিছুকাল হাসির গান পেয়ে যাই ন াটকে , সিনেমায় ।'লুকোচুরি 'ছবিতে কিশোর কুমার শোনালেন শিং নেই তবু নাম তার সিংহ ' (কথা মুকুল দও , সুর

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়)। কথায় সুরে তদুপরি কিশোরকুমারের গাওয়ার ধরনে অনায়াসে হাস্যোদ্রেক হয় । সত্যজিৎ রায় গুপী গাইন বাঘা বাইন ' কিংবা হীরক রাজার দেশে ' ছবিতে কিছু নির্মল আমোদের গান উপহার দিয়েছেন । যথা --ও মন্ত্রীমশাই ' কিংবা 'পায়ে পড়ি বাঘমামা । শুধু পরিবেশ , প্রেক্ষিত অনুযায়ী কথাই নয় , সুর নির্মিতিও এখানে বিশেষ ভ াবে প্রণিধানযোগ্য। অনুপ ঘোষাল যোগ্যতার সঙ্গেসঠিক অভিব্যক্তিতে কণ্ঠে ধরেছিলেন । এগুলি নির্ভেজাল হাসির গান হয়তো নয় , কিন্তু একটা অন্য মজা আছে । মান্না দে র কণ্ঠে সুধীন দাশগুপ্তের সুরে 'আমি শ্রীশ্রী ভজহরি মান্না ' (প্রথম কদম ফুল) কিংবা আগুন লেগেছে লেগেছে আগুন ' (বসন্ত বিলাপ) -ও মজাদার । নাটকের মধ্যে মনে আসছে থিয়েটার ওয়ার্কশপের 'নরক গুলজার ' নাটকের নারদের গান কথা বোলো না কেউ শব্দ কোরো না -র কথা (বানী ঃমনোজ মিত্র, সুরঃ দেবাশিস দাশগুপ্ত) অর্থপর্ণ অথচ কৌতুকাবহ কথা, সুর রচনায় ডিসকর্ড , স্বরের ত্রোমাটির প্রয়োগ তাছাড়া অভিনেতা রাম মুখোপাধ্যায়ের অভিব্যক্তিময় গায়নে এখানে কৌতুকরস ঘনীভূত হয়েছিল ।

বিচ্ছিন্ন কয়েকটি উদাহরন বাদ দিলে সাধারন ভাবে সুস্থ চির মৌলিক হাসির গান বা প্যারডি ইদানীং প্রায় দুর্লভ হায় পড়েছে বাংলা গানে , কিন্তু এমন তো চলতে পারে না । অবস্থা নিশ্চয় বদলাবে , আগামী দিনের গীতিকার সুরকার - শিল্পীদের কাছে অনুরোধ তারঁ া ঐতিহ্য মেনে নির্মল হাস্যরসকে তাঁদের ভাবনা কাজে স্থান দিন না ! বাংলা গান তাতে সমৃদ্ধ হবে ।

ঋণ স্বীকার
রঙ্গও ব্যঙ্গ , সতীশ চন্দ্র ঘটক
দাদাঠাকুর , নলিনীকান্ত সরকার
আসা যাওয়ার মাঝখানে , নলিনীকান্ত সরকার
বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস , অজিত দও
বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা , অজিত কুমার ঘোষ
বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গ রচনা , ডঃ যূথিকা বসু
রবীন্দ্র সংগীত , শান্তিদেব ঘোষ
বাংলা গানের সন্ধানে , সুধীর চক্রবর্তী
মিন্টু দাসগুপ্তের নির্বাচিত হাসির গান ১, রতন সেনগুপ্ত সম্পাদিত
ষষ্টিমধু --বিভিন্ন সংখ্যা
ব্যক্তিঋন
বরদা গুপ্ত সুরাজলাল মুখোপাধ্যায় ঝিনাথ মুখোপাধ্যায় সুনীল দাস দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
অনুপ মুখোপাধ্যায় সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com